Stamford Flash
September-2010
Volume:03 | Issue:12

- স্টামফোর্ডে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা
- স্টামফোর্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
- স্টামফোর্ডে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত
- বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর
- দ্বিতীয় স্টামফোর্ড মিনিবার ফুটবল কাপ ২০১০

স্টামফোর্ডে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ২৩ আগস্ট, ২০১০ স্টামফোর্ডের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. এম. এ. হান্নান ফিরোজ-এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান। তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের সকল দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। তিনি একটি ভীরু, কাপুরুষ ও পিছিয়ে পড়া জাতিকে দুঃসাহসিক ও অগ্রসরমান জাতিতে পরিণত করেছেন। ধারাবাহিক সংগ্রামের ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন নাম ও অধ্যায়ের সূচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু।' বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ বলেন, 'বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস বিকৃতির ঘৃণ্য চক্রান্তকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে হাতে হাত রেখে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।' স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এনামুল হক শামীম বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ভাষণ বা গান নেই যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মত এত বেশি বার বাজানো হয়েছে। দেরিতে হলেও বর্তমানে এটি ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তিনি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।' বিশেষ অতিথি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান বলেন, 'সর্বকালের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে কাজ করতে হবে।' বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশ পরিচালনা ও সামগ্রিক দূরদর্শিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর ড. এম. এ. হান্নান ফিরোজ বলেন, "বঙ্গবন্ধু শুধু একজন মহান জাতীয় নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতীয় বীর। তিনি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্রষ্টা। একজন বাঙালী হয়ে তাই তাঁর কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমরা। আমাদের সন্তানদেরও তার কথা জানতে হবে।' এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ম. মোর্শেদ হোসেন, জাকির হোসেন মুন্সি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কে মউদুদ ইলাহী, রেজিস্ট্রার এস এম ইকরামুল হক, প্রক্টর, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রারবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে । আলোচনা সভায় স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষক নাদিয়া ফারহানা এবং স্বাধীনতা, এই শব্দটি কেমন করে আমাদের হল শিরোনামে কবিতাটি আবৃত্তি করেন ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের শিক্ষক সাকিরা পারভীন।

Bizsense এর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের দেয়াল পত্রিকা 'Bizsense' এর ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১০ পত্রিকাটির ৫ম সংখ্যা উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য এ কে এম এনামুল হক শামীম ও এম. মোর্শেদ হোসেন এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের এডভাইজর প্রফেসর ড. জামাল উদ্দীন আহমেদ, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন-এর ডীন প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান, মার্কেটিং বিভাগের প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক নাদিয়া ফারহানা এবং Bizsense-এর সমন্বয়কারী মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শামসুন নাহার মমতাজসহ আরো অনেকে। পত্রিকাটির এই সংখ্যায় ফরচুনা বাংলাদেশ-এর ডিরেক্টর মোহাম্মদ ফজলে তাহের-এর সাক্ষাতকার বিশ্বের সবচেয়ে সেরা ১০টি বড় শপিংমল, Yahoo এবং Google এর ইতিহাস; সোসাল বিজনেস প্ল্যান ২০১০-এ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

স্পর্শ'র চতুর্থ বর্ষে পদার্পন

'রক্ত দান কর জীবন বাঁচাও' এই স্লোগান নিয়ে কাজ করে চলেছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠন স্পর্শ। গত ১৭ জুলাই ২০১০ স্পর্শ পদার্পন করল ৪ বছরে। তারা বিভিন্ন সময়ে সমাজের দুর্গত ও অসহায় মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে 'স্পর্শ-ই পারে জীবন রক্ষার্থে' এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে। স্পর্শের ৪ বছর পদার্পন উপলক্ষে দিনব্যাপী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় স্টামফোর্ডের ধানমন্ডিস্থ সি-ব্লকে। প্রথম পর্বে চলে রক্তদান কর্মসূচী। এতে স্টামফোর্ডের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রাণবন্তভাবে অংশগ্রহণ করে। জীবন জীবনের জন্য একথা যেন ঐ দিন আরও একবার প্রমাণিত হয় স্টামফোর্ড ক্যাম্পাসে। দ্বিতীয় পর্বে নতুন সদস্য রেজিস্ট্রেশন, আলোচনা ও সর্বোচ্চ রক্তদাতাদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। সবশেষে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে স্পর্শের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং কেক কেটে স্পর্শের চতুর্থ বর্ষের পদার্পনকে বরণ করে নেয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা স্পর্শের উত্তরোত্তর সাফল্য ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান। তারা যে কোন ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষের পাশে দাড়ানোর এই কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার কথা বলেন। স্পর্শ'র প্রধান প্রশাসক হিসেবে মাকসুদুর রহমান রাকিব, সহকারি প্রধান প্রশাসক খায়রুন হাফিজা লীনা ও প্রশাসক হিসেবে এস. এম. আলাউদ্দিন আল আজাদ আলিফ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

স্টামফোর্ডে ফটোগ্রাফি কর্মশালা

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি সোসাইটি (SUPS)-এর আয়োজনে স্টামফোর্ডের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে দু'দিনব্যাপী ফটোগ্রাফি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৯ আগস্ট, ২০১০ কর্মশালায় সমাপনী দিনে সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান বলেন, 'বিতর্ক, ক্রিকেট, ফুটবল, প্রামাণ্যচিত্র নির্মান পুরস্কারসহ বিভিন্ন সফলতা অর্জন করছে স্টামফোর্ডের শিক্ষার্থীরা। বিনোদনের মধ্যদিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে।'

বিশেষ অতিথি স্টামফোর্ড ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এনামুল হক শামীম বলেন, 'আমাদের যুব সমাজ আজ ধ্বংসের মুখে। তাই পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, ছবি, নাটকের দিকে যত সম্পৃক্ত হবে অন্যদিকে তাদের সম্পৃক্ততা তত কমতে থাকবে।'

অনুষ্ঠানের অতিথি ইউনিভার্সিটির ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, 'চোখ মেলে অন্তর দিয়ে দেখতে হবে সবকিছু। তবেই হতে পারে একটি সুন্দর ছবি। আর একটি সুন্দর স্থিরচিত্র জন্ম দেয় প্রায় ৪০০ ছবির।'

এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ডের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর লুৎফুর রহমান এবং SUPS-এর প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক পংকজ পালিত। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তোলা শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখানো হয়।

এরপর অতিথিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। সবশেষে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি সোসাইটি (SUPS)-এর সভাপতি সাদাত হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান নিতুসহ ১৩ সদস্যের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন স্টামফোর্ডের ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের শিক্ষক বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক পংকজ পালিত এবং উপদেষ্টা স্টামফোর্ডের ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের শিক্ষক সাকিরা পারভীন ও বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষক ফারহানা রহমান।

স্টামফোর্ডে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

ফার্মেসি বিভাগ

গত ২২ জুলাই, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে ফার্মেসি বিভাগের আয়োজনে সেমিনার ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুল গনির সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলসেন ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ। ফার্মেসি শিল্পের বর্তমান অবস্থা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ঔষধশিল্প অপার সম্ভাবনাময় একটি খাত। তবে এ বিষয়ে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন। বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার জন্য সরকারিভাবে আরও পনের বছর সময় চাওয়া হয়েছে। সুতরাং পনের বছর পর আমাদের ঔষধ শিল্পকে যথাযথভাবে প্রতিযোগিতা, রপ্তানী ও উন্নয়নের জন্য সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করতে হবে।' আলোচকবৃন্দ ঔষধ শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ব্যাংকিং সেক্টরকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। সেমিনারের প্রধান অতিথি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান ফার্মেসি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং তিনি শিক্ষার্থীদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ফার্মেসি গ্রাজুয়েট হবার আহবান জানান। তিনি ফার্মেসি পেশার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার জন্য অভিনন্দন জানান। সেমিনারের সভাপতি ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুল গনি বলেন, ইতিমধ্যে এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা অপসোনিন, এসিআই, নাভানা, বেলসেন, নোভার্টিস, বিভিন্ন হসপিটাল এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে কাজ করছে। তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে ৪২ ব্যাচের নবীন শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আইন বিভাগ

'স্টামফোর্ডের ওরিয়েন্টেশন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেশনের থেকে ব্যতিক্রম। Freshmen Orientation, Continuing Orientation, Professional Orientation তিনধাপে এই কোর্সটি পরিচালিত হয়।' গত ০৮ আগস্ট, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ধানমন্ডিস্থ-সি ব্লকে আইন বিভাগের ৪৩ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশনে সভাপতির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন স্টামফোর্ডের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বদরউদ্দিন। তিনি আরও বলেন, স্টামফোর্ডের আইন বিভাগে একদল তরুণ শিক্ষকসহ রয়েছে বুদ্ধিজীবী শিক্ষক প্রফেসর ড. সলিমুল্লাহ খান এবং আইন বিষয়ে সার্কের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর মিজানুর রহমান। নবীনরা তাদের মত শিক্ষক পেয়ে গর্বিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রফেসর ড. সলিমুল্লাহ নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'একজন আইনজীবী হবার প্রথম শর্ত একজন ভালো মানুষ হওয়া। এখানে চার বছরে ৪০ টির বেশি কোর্স পড়ানো হবে। প্রথমে তাই একে সমুদ্র পাড়ি দেবার মনে হতে পারে। ফলে পড়াশুনার প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে। তবে মানুষের মত মানুষ হবার জন্য নিয়মিত পড়াশুনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের জগতেও থাকতে হবে অবাধ বিচরণ।' এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটির প্রক্টর প্রফেসর এম. এম. এ. সিকদার, আইন বিভাগের শিক্ষক ফারহানা রেজা ও আরিফুর রহমান। বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ জীবনে চলার পথে আইনের ছাত্র হয়ে আইন ভঙ্গ না করার কথা উল্লেখ করেন। নবীনদের ফুল দিয়ে বরণসহ বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী ফ্রেশমেন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটি শেষ হয়।

ভর্তি মেলা ফল ২০১০

২৫ জুলাই, ২০১০ থেকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ ভর্তি মেলা শুরু হয়। চার দিনব্যাপী (২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৯ জুলাই, ২০১০) এই মেলা স্টামফোর্ডের ধানমন্ডি ও সিদ্ধেশ্বরী উভয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বর্তমানে Education for Tomorrow's World এই স্লোগান নিয়ে এগিয়ে চলছে আগামীর পথে। স্টামফোর্ড যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যে নতুন-নতুন বিষয় চালু করছে। বর্তমানে মোট ১৩টি বিভাগের অধীনে ২৬টি প্রোগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রোগ্রামগুলো হলো: ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার (B.Arc), বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বি.এসসি. ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE), বি.এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE), বি.এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইনফরমেশন (CSI), এম.এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (MCSE), মাস্টার ইন কম্পিউটার

এপ্লিকেশন, ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইংলিশ (অনার্স), মাস্টার অব আর্টস ইন ইংলিশ (ফাইনাল), মাস্টার অব আর্টস ইন ইংলিশ (প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল), ব্যাচেলর অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এম.এসসি. ইন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, বি.এসসি. ইন মাইক্রোবায়োলোজি, এম.এস ইন মাইক্রোবায়োলোজি, ব্যাচেলর অব ফার্মেসি, মাস্টার অব ফার্মেসি, ব্যাচেলর অব ল'জ'(LL.B-Hons), মাস্টার অব ল'জ (LL.M, Final), মাস্টার অব ল'জ (LL.M, Preliminary & Final), বি.এস.এস. ইন ইকনোমিক্স, বি.এস.এস.ইন জার্নালিজম ফর ইলেকট্রনিক এন্ড প্রিন্ট মিডিয়া, এম.এস.এস ইন জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিস (Preliminary & Final), ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া, মাস্টার অব আর্টস ইন ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া, ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (BBA) এবং মাস্টার অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (MBA)।

অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সেক্টরে বাজেটের প্রভাব

গত ২৯ জুলাই, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত 'অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সেক্টরে বাজেটের প্রভাব' শীর্ষক সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডিস্থ ডি ব্লকে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্টামফোর্ডের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ. টি. এম. জহুরুল হক।

এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের কর্মকর্তা ড. সাখাওয়াত খান, ঢাকা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মনোয়ারা সরুল, ইছামতি ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক ইদরীস আলী এবং ড. মালেকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এর অধ্যাপক আফরোজা বেগম।

সেমিনারে বিভিন্ন সেক্টরে বাজেটের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন স্টামফোর্ডের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে *কৃষি খাত* নিয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ রাশেদ, *শিক্ষা খাত* নিয়ে মিনহাজ মোহাইমিন রেজা, *গ্রামীণ অর্থনীতি খাত* নিয়ে নজিফা রহমান, *বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাত* নিয়ে আরিফুর রহমান, *কর্মশক্তি ও ক্ষমতা* নিয়ে আরফান উজ্জামান এবং *শিল্পখাত* নিয়ে মৌসুমি ত্রিপুরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচনা করেন। এছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে মাদিহা খান বাজেটের প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. এ. টি. এম. জহুরুল হক বলেন, 'আমাদের দেশের সুবিধা বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর বাজেট প্রয়োজন। আজকের সেমিনারে অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর উপর বাজেটের সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়।' শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সেমিনারটি শেষ হয়।

বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ধানমন্ডি শাখার ৩৬ তম ব্যাচ গত ৮ এপ্রিল, ২০১০ সিরাজগঞ্জের শাহজানপুরে অবস্থিত সুপরিচিত ব্র্যান্ড দুধ মিল্কভিটা ইন্ডাস্ট্রিজ পরিদর্শন করে।

সেখানে মিল্কভিটা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ম্যানেজার তাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে দেখান। কিভাবে গরুর খাটি দুধ সংগ্রহ করা হয়, কিভাবে দুধ থেকে ঘি, ডালডা তৈরি প্রক্রিয়াজাত ও সংগ্রহ করা হয়, কিভাবে তরল দুধকে ৫৮ সে. তাপমাত্রায় গুড়া দুধে রূপান্তর, প্রক্রিয়াজাত ও সংগ্রহ করা হয় এবং উন্নতজাতের গরু পালন ও গবেষণা করা হয় এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঘুরে দেখান। এই ট্যুরের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন কোর্স শিক্ষক বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শামসুন নাহার মমতাজ। প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান, ডীন ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এবং নাদিয়া ফারহানা, বিভাগীয় প্রধান, মার্কেটিং বিভাগ উক্ত ট্যুরে অংশগ্রহণ করেন।

মিল্কভিটা ইন্ডাস্ট্রিজ-এ পৌছানোর পূর্বে তারা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'কাছারিবাড়ি' পরিদর্শন করে।

'কিরণ'-এর প্রিমিয়ার শো

গত ১০ আগস্ট ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকের তত্ত্বাবধানে উক্ত বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র শামীমা সুলতানা, গোলাম সাকলাইন, এটিএম আরিফ এবং এ.এস.এম ফয়সাল নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'কিরণ'-এর প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। প্রামাণ্যচিত্রটি মূলত একজন শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার প্রতিচ্ছবি। প্রামাণ্যচিত্রটিতে ভাস্কর শিল্পী কিরণের শিল্পকর্মের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভাস্কর শিল্পী কিরণের শিল্পকর্মের মাধ্যম মূলত কাঠ। পরিত্যক্ত গাছের ডাল, শিকড়, বাকল ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি মানুষের বিভিন্ন অবস্থার নিখুঁত চিত্র তৈরি করেন। 'কিরণ'-এর প্রদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোঃ ফারুক কবির উদ্দিন। তিনি 'কিরণ' এর নির্মাতাদের অভিনন্দন জানান এবং প্রামাণ্যচিত্রটির প্রশংসা করেন। বিভাগীয় শিক্ষক মতিন রহমান, আখতারুজ্জামান, জাকিউল হক প্রমুখ প্রামাণ্যচিত্র 'কিরণ'-এর উপর আলোচনা করেন। সবশেষে বক্তব্য রাখেন ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুক। ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রামাণ্যচিত্রটি উপভোগ করে।

দ্বিতীয় স্টামফোর্ড মিনিবার ফুটবল কাপ ২০১০

গত ১০ আগস্ট, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে দ্বিতীয় স্টামফোর্ড মিনিবার ফুটবল কাপ ২০১০-এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এতে Champion দলটিকে ২-০ গোলে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে নেয় MS-13 দলটি। গত ৩১ জুলাই শুরু হওয়া মিনিবার ফুটবল টুর্নামেন্টে ১২ টি দলের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পোগো-৭ দলটি। সাতদিনব্যাপী খেলায় মোট ২৪ টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়; প্রতিটি দলে খেলোয়ার সংখ্যা ছিল ৬ এবং খেলার ব্যাপ্তিকাল ছিল ৫০ মিনিট। সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছাত্র সম্রাট গোল্ডেন বুট অর্জন করে। বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সীমান্ত গোল্ডেন বল এবং একই বিভাগের ছাত্র স্নিগ্ধ গোল্ডেন গ্লাবস অর্জন করে। এই খেলায় ফেয়ার প্লে এ্যাওয়ার্ড অর্জন করে সামিয়া একাডেমি। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইউনিভার্সিটির অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. মজিবুর রহমান।

খেলার উদ্বোধন করেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান, প্রক্টর এম. এম. এ সিকদার এবং অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. মজিবুর রহমান। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মুন্না, চিশতি, মাসুদ, মাহমুদ, সৈকত, তিন্নি, শাওন, তানজি প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় প্রধান সমন্বয়কারি হিসেবে খেলা পরিচালনা করে ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের ছাত্র মোস্তফা জহির উৎস।

বন্ধু দিবসের আয়োজন

বিশ্ব বন্ধু দিবস উপলক্ষে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ধানমন্ডি ও সিদ্ধেশ্বরী দুই ক্যাম্পাসে উল্লাস মুখরিত আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের বন্ধু দিবসের উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ডের বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান। তিনি বন্ধুত্বের অবগাহনে ভেসে যে কোন সমস্যাকে জয় করতে বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রকৃত বন্ধু জীবনের যেকোন দুঃসময়ে সব থেকে আপন জনের কাজ করে। মানসিকতার মিল থাকলে যেকোন বয়সের মানুষ একজনের বন্ধু হতে পারে। দুই ক্যাম্পাসেই ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা শিক্ষকবৃন্দকে বন্ধুত্বের রাখি পরিয়ে দেয় এবং নিজেরাও একে অপরকে রাখি পরিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করে। এছাড়া মোজো বন্ধুর টানে, মাস্তি আর গানে এই স্লোগান নিয়ে রেডিও আমার-এর রোড শোতে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করে।

চিত্র প্রদর্শনী

২১ জুলাই সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে অটম ফাউন্ডেশন (একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থা) -র আয়োজনে ছবি প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার মাধ্যমে আইলা দুর্গতদের করুণ দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। সুদীর্ঘ চৌদ্দমাস পরও আইলা দুর্গতরা যে মানবেতর জীবনযাপন করছে তা শিউরে ওঠার মতো।

বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারহানা রহমানের সূচনা বক্তব্যের পর প্রধান বক্তা বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন-এর ডীন প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান, পরিবেশ রক্ষায় এবং দুর্গতদের পাশে দাড়ানোর জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি হিসেবে ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কে মউদুদ ইলাহী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জানান কিভাবে এখনও আইলা দুর্গতরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। তিনি সকলকে পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে আরো সচেতন হওয়ার আহবান জানান। অটম ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে ফজলে আবেদ এবং রুবায়েত আহমেদ তাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এসডিএফ-এর সাফল্য

গত ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত ২০ তম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কের প্রথম পর্বে স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরাম (এসডিএফ) বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির দলটির সদস্য ছিলেন রাজীব সাহা, রাইসুল হক চৌধুরী এবং মোঃ লুৎফুল আমীন। বিতর্কটিতে সেরা বির্তাকিক হিসেবে নির্বাচিত হন এসডিএফ-এর রাইসুল হক চৌধুরী। সনাতনী পদ্ধতির এই বিতর্কের বিষয় ছিল 'বিশ্বায়নের সুবাতাস আমাদের সংস্কৃতিকে আরো শক্তিশালী করছে।' এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হল পক্ষে এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বিপক্ষে অবস্থান করে। বিতর্কটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম কুদ্দুস। গত ২৪ জুলাই

শেষ হওয়া নটরডেম ডিবেট ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত প্রাইম ব্যাংক-এনডিডিসি ২২তম ন্যাশনাল ডিবেট কম্পিটিশন ২০১০-এ স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরাম রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এসডিএফ-দুরন্ত দলটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আরএমসি, ইষ্ট-ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোয়ার্টার-ফাইনালে টি ফরম্যাটে আয়োজিত বিতর্কে নটরডেম-গোল্ড ও নটরডেম-সিলভার দলদুটিকে এবং সেমিফাইনালে বুয়েটকে হারিয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ফাইনাল বিতর্কের বিষয় ছিল "কল্যাণমুখী পুঁজিবাদ বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে পারে।" ফাইনালে ডিসিডিসি-আরএনএ-এর সাথে প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ এই বিতর্কে এসডিএফ-দুরন্ত দলটি রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এসডিএফ-দুরন্ত দলটির সদস্য ছিলেন ফার্মেসি বিভাগের মোঃ লুৎফুল আমিন, আইন বিভাগের শুভ্রকুমার প্রামানিক এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মাহফুজুল কবির মানিক। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর প্রক্টর এম এম এ সিকদার, স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরামের চীফ কো-অর্ডিনেটর তাহমীনা ইয়াসমিন, কোঅর্ডিনেটর মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

স্টামফোর্ডে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৪ আগষ্ট, ২০১০ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এ স্টামফোর্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ বেলায়েত হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ ফারুক খান, পিএসসি (অবঃ)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান, রিহ্যাব-এর প্রেসিডেন্ট নসরুল হামিদ এমপি, বুয়েটের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম হাবিবুর রহমান এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মুনীর উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর নিহত পরিবারবর্গ এবং ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী নজরুল ইসলাম। এরপর আমাদের ভাবনা শীর্ষক প্রতিবেদনে প্রকৌশলীদের বিভিন্ন স্তরে চাকরি ও পদোন্নতি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভিন্নমুখী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নীতি, এ্যাক্রিডিটেশনের গুরুত্ব, জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ভিন্নধর্মী পরিকল্পনা ও মতামত প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, "বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগে দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বোতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করব স্টামফোর্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সকল সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে অধিকতর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।" তিনি প্রকাশিত সুভিনিয়রের প্রশংসা করেন এবং প্রকৌশলীদের আমাদের ভাবনা শীর্ষক প্রকাশনাটির ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. এম মজিবুর রহমান বলেন, গুণগত মানের বিচারে স্টামফোর্ডের শিক্ষার মান কোন অংশেই পিছিয়ে নেই এবং দেশে ও বিদেশে কর্মক্ষেত্রে ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে শুরু করেছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট নসরুল হামিদ বলেন, স্টামফোর্ড প্রকৌশলীদের চাকুরীর ব্যাপারে রিহ্যাবের সর্বাত্মক সহযোগিতা সব সময় থাকবে। বক্তারা এ ধরণের আয়োজনের জন্য স্টামফোর্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় স্টামফোর্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন।

স্টামফোর্ডে চলচ্চিত্রবোদ্ধা সৈয়দ সালাহ্উদ্দীন জাকী

গত ২৫ জুলাই, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে ইউনিভার্সিটির ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের আয়োজনে 'বরেণ্য ব্যক্তির মুখোমুখি' কর্মসূচীর আওতায় বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সালাহ্উদ্দীন জাকী'র সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। শুরুতেই দেশ টিভি ও ওয়াটার এইড বাংলাদেশ-এর আয়োজিত তথ্যচিত্র নির্মান প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রুবাইয়াত বিন ওয়ালিদের আরবান ওয়াটার, তৃতীয় স্থান অধিকারী চতুর্থ বর্ষের ছাত্র খালেদ মাহমুদ-এর কহর দরিয়া এবং সেরা দশের অন্যতম শাহনেওয়াজ জামাল-এর সংকট প্রদর্শন করা হয়। ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তদের শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান। বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকের সভাপতিত্বে চলচ্চিত্রবোদ্ধা সৈয়দ সালাহ্উদ্দীন জাকী চলচ্চিত্র শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মোহাম্মদ হান্নান, আজিজুর রহমানসহ স্টামফোর্ডের ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার্থীরা। প্রত্যেকেই বাংলাদেশে একমাত্র স্টামফোর্ডে চলচ্চিত্রের উপর অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করার জন্য স্টামফোর্ড কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান।

এছাড়া স্টামফোর্ডের ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের পরিচিতি ও প্রাপ্তি তুলে ধরেন বিভাগের শিক্ষক সাকিরা পারভীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন বিভাগের শিক্ষক চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন রহমান এবং তানিয়া সুলতানা।

■ Editorial Consultant: Md. Salim Hossain ■ Editorial Panel: Shakira Parvin, Supa Sadia, Runa Laila ■ Graphics Designer: Wahid Murad Rassel & Shuvabrata Sarker
■ Photography & Published By: Public Relations Division, Stamford University Bangladesh ■ Printed By: Stamford University Press, 51 Siddeswari Road, Dhaka